দ্বীনী প্রশ্নোত্তর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ইখলাস ও নিয়ত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

এক কর্মচারী বেনামাযী ছিল। মালিক বলল, “তুমি নামায পড়লে তোমার বেতন ১০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন থেকে সে নামায পড়া শুরু করল।” প্রশ্ন হল, তাঁর নামায কি আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য?

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে, অর্থ, গদি, সুনাম, সুবিধা ইত্যাদি উপার্জনের উদ্দেশ্যে কোন ইবাদত করলে তা মহান আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।
রাসুল (সঃ) বলেছেন, “যাবতীয় কা কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাঁর প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহ্‌র (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রাসুলের জন্য হবে; তাঁর হিজরত তাঁর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত তাঁর পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তাঁর হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তাঁরই জন্য হবে।১৩৭ (বুখারী-মুসলিম)

আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরী (রঃ) বলেন, “আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, “যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন যুদ্ধটি আলাহর পথে হবে? আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ) বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লহর কালামকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লহর পথে হয়।” ১৩৮

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, “আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শিরক) থেকে অধিক মুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তাঁর অংশীদারি (শিরক) সহ বর্জন করি।” (অর্থাৎ তাঁর আমলই নষ্ট করে দিই।)” ১৩৯

সুতরাং সেই কর্মচারীর উচিৎ, নিয়ত পাল্টে নিয়ে কেবল আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নামায পড়া। বেতন সে গ্রহণ করুক, কিন্তু নামায পড়ুক আল্লাহ্‌র ভয়ে। উল্লেখ্য যে, অভিভাবকের ভয়ে নামায পড়া, সমাজে দুর্নামের ভয়ে রোযা রাখা, অর্থ লোভে বদল হজ্জ করা, চাকরির আশায় দ্বীন ইলম অর্জন করা, বেতনের লোভে ইমামতি করা, খ্যাতির লোভে দান করা, নাম ও অর্থের লোভে দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করা ইত্যাদি “রিয়া”র বিধান একই।

ফুটনোট

১৩৮ (বুখারী ও মুসলিম), ১৩৯ (মুসলিম)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=109

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন